চিঠিটি পড়ে যা বুঝলাম তা নিচে বর্ননা করা হল

মানুষের মন অনেক ~~দ্রু~~ তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হয়। তাই মা-বাবা ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করা যাবেনা। সবাই নিজের ভালো আগে চাইবে।

জীবনে সবকিছু ~~পাও~~ পেতে হবে এমন মনোভাব রাখা যাবে না। এই মনোভাব রাখলে আপন কিছু / কেউ চলে গেলে কষ্ট ~~পেতে~~ হয়। জীবনকে মূল্যায়ন করা শিখতে হবে। প্রেম-ভালোবাসা ক্ষনস্থায়ী বিষয়। এই বিষয় মানুষের মন-মেজাজ এর উপরে নির্ভর করে। তাই এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবেনা। অন্যের সাফল্য দেখে তা নিজের সাথে তুলনা করা যাবেনা। যা পড়াশোনা করব তাই হবে আমাদের অস্ত্র। সারা জিবন বাবা-মা এর উপর ভরসা করে থাকা যাবে না।

Scanned with CamScanner

বাব-মা এর দায়িত্ব নিতে হবে। নিজের দেয়া প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে তবে অন্যরা তাদের প্রতিজ্ঞা রাখবে এটা মনে করা যাবে না। এই মনোভাব না রাখলে পরে মানসিক কষ্ট পাবে। ভাগ্যের উপরে নির্ভরশীল থাকা যাবে না। কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে, জীবনে যাই করি না কেন, তা উপভোগ করতে হবে।

Scanned with CamScanner